গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mofood.gov.bd

১৫ চৈত্র ১৪২৩

নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০২.২০১৬-৬৯(৫০) তারিখঃ------------------------

২৯ মার্চ ২০১৭

বিষয়ঃ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মার্চ-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

উল্লেখ্য, কার্যবিবরণী এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে Upload করা হয়েছে। সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পেন্ডিং বিষয়সহ) আগামী ১০.০৪.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণিতমতে।

২৯.০৩.২০১৭

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ dscoordination@mofood.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/(সংগ্রহ ও সরবরাহ),খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৩। মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক,এফপিএমইউ,খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
৬। আইন উপদেষ্টা,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৭। পরিচালক (প্রশাসন /সরবি/সংগ্রহ/চসসা/আইডিটিএস/হিসাব ও অর্থ/প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর।
৮। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৯। পরিচালক (খানিপু/ উৎপাদন/ নীতি/ বাজার), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
১২। সচিবের একান্ত সচিব,খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
১৫। সিষ্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর।
১৬। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা), খাদ্য অধিদপ্তর।
১৭। সহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা কোষ),খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৮। বাজেট অফিসার,খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৯। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ১৯.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

মার্চ-২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মোঃ কায়কোবাদ হোসেন ভারপ্রাপ্ত সচিব
সভার স্থানঃ	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ	১৯.০৩.২০১৭ খ্রিঃ সকাল ১০-৩০ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশ করা আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় দৃঢ়করণ করা হয়। ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসের গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.জনবল কাঠামো, শূন্য পদ পূরণ, নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ ও পেন্ডিং বিষয়	ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত, মার্চ-২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপিত সভার কার্যপত্রের আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো চূড়ান্তকরণ, নিয়োগবিধি, শূন্য পদে নিয়োগ, পেন্ডিং বিষয় ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ **(ক) খাদ্য মন্ত্রণলয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ** সভায় জানানো হয় যে, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তার বর্তমান শূন্য পদ যথাক্রমে ৯ ও ৭। সংরক্ষিত (১০%) বাদে পদোন্নতিযোগ্য ৬টি পদের মধ্যে ১টি প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদে পদোন্নতির জন্য পিএসসি'র সুপারিশ পাওয়া গেছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদে নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য পিএসসিকে অনুরোধ করা হয়েছে। বর্তমানে ফিডার পদে পদোন্নতিযোগ্য কোন কর্মচারি নেই। ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৬টি পদের (১০% সংরক্ষিত পদ বাদে) মধ্যে ১ (এক)টিতে সুপারিশ করার জন্য পিএসসিকে অনুরোধ করা হয়েছে। আপাততঃ পদোন্নতিযোগ্য কোন কর্মচারি নেই। প্রশাসন-১ অধিশাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কম্পিউটার অপারেটরের ১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের ১টি, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার পদের ৫টি এবং অফিস সহায়ক পদের ৯টি মোট ১৬ টি পদ শূন্য। এছাড়া, জনবল প্রমিতকরণে ৩য় শ্রেণির ৬টি, ৪র্থ শ্রেণির ৩টি পদ সৃজন (৬+৩) চূড়ান্ত হলে মোট শূন্য পদের সংখ্যা হবে (১৬+৯)==২৫টি এসকল শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করা দরকার মর্মে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	(খ) খাদ্য অধিদপ্তরের শূন্য পদে নিয়োগ ও নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তকরণ সভায় জানানো হয় যে, খাদ্য অধিদপ্তরের ২য় থেকে ৯ম গ্রেডে (১ম শ্রেণি) শূন্য পদ ১৩০টি, ৯ম গ্রেডে (নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণি) ৬২টি, ১০তম গ্রেডে (২য় শ্রেণি) ৭৪২টি, ১১তম-১৬তম গ্রেডে (৩য় শ্রেণি) ২৩৪৫টি এবং ১৭-২০তম গ্রেডে (৪র্থ শ্রেণি) ১১৩৮টি অর্থাৎ মোট ৪৪১৭টি পদ শূন্য রয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ায় ৯ম গ্রেড (নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণি) থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তকরণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর উপ-সচিব (প্র-২), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(গ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো চূড়ান্তকরণ সভায় আলোচনা হয় যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ হতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৩৬৫টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। পদসমূহের স্কেল ভেটিং এর কাজ অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। স্কেল ভেটিং চূড়ান্ত হলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামোর স্কেল ভেটিং এর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ উপ-সচিব (প্র-২), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(ঘ) পেন্ডিং বিষয় খাদ্য অধিদপ্তরের ৯টি বিষয় মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং আছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। উপ-সচিব (প্রশাঃ-২) পেন্ডিং তালিকার বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন যে,মন্ত্রণালয়ে কোন বিষয় পেন্ডিং নাই। বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী সমন্বয় সভায় সুনির্দিষ্ট পেন্ডিং বিষয় উপস্থাপনের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	সুনির্দিষ্ট পেন্ডিং বিষয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
২. ই-হাউজ প্রশিক্ষণ, শাখা পরিদর্শন ও ই-ফাইলিং	**ইন হাউজ প্রশিক্ষণ** সভাকে অবহিত করা হয় যে, APA তে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ (চার) ক্যাটাগরীতে মোট ২০১ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নথির শ্রেণিবিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণের বিষয়টি প্রশিক্ষণ সিডিউল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।	ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্র-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	শাখা পরিদর্শন ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসে সংস্থা প্রশাসন, বাজেট, হিসাব, অভ্যান্তরীণ সংগ্রহ এবং সরবরাহ-১ শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রতিটি শাখা পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ত্রুটিসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	নিয়মিত শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	ই-ফাইলিং সভাকে অবহিত করা হয় যে, ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসের মধ্যে ই-ফাইল বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। APA এর সূচক হিসেবে এ সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য Mandatory objective হিসেবে ই-ফাইলিং অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি অধিশাখা/শাখায় ই-ফাইলিং শুরু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে A2I প্রকল্পের মাধ্যমে মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। সভায় আরও জানানো হয় যে, ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়ে ই-ফাইল সিষ্টেম ব্যবহারে মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অবস্হান ১০ এ পুনঃনিধারিত হয়েছে। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাশেষে ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সকল ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ই-ফাইলিং ব্যবহার অব্যাহত রাখা এবং প্রত্যেক অধিশাখা/ শাখায় ই-ফাইলিং ব্যবহার করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	প্রত্যেক অধিশাখা/ শাখায় ই-ফাইলিং ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩. মামলা সম্পর্কিত	খাদ্য অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা সভায় জানানযে, মোট মামলার সংখ্যা ১১৮৯টি। সভায় জানানো হয় যে, মামলার তথ্য আঞ্চলিক ও জেলা অফিস গুলোতে সফট ওয়ারে নিয়মিতভাবে এন্ট্রি করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৯.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৪২৮ নং পত্রে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আগামী সভার পূর্বে মামলার হালনাগাদ তথ্য সফট ওয়্যারে আপলোড করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। মামলার তথ্য হালনাগাদ করণে ব্যর্থ অফিসের তালিকা আগামী সভার পুর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। আইন উপদেষ্টা Contempt মামলাসহ গুরুত্বপুর্ণ মামলার বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন।	১.আগামী সভার পূর্বে মামলার হালনাগাদ তথ্য সফট ওয়ারে এন্ট্রি করতে হবে। ২.মামলার তথ্য হালনাগাদ করণে ব্যর্থ অফিসের তালিকা আগামী সভার পুর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
	সিলেটের আম্বরখানা মৌজায় খাদ্য বিভাগের নামীয় ৪৬ শতাংশ জমি অবৈধভাবে দখল প্রচেষ্টাকারীদের থেকে রক্ষা এবং বরিশাল শহরের আলেকান্দা মৌজার ১০ (দশ) শতাংশ জমির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জমির মালিকানা এবং মামলার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন আগামী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করার জন্য সভায় আইন উপদেষ্টাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ক্রমাগতভাবে জমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে অবশিষ্ট জমি দখলকারী ব্যক্তিগণ সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা খাদ্য বিভাগের জমি দখলের চেষ্টা করতে পারে মর্মে আলোচনা হয়। এ সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করে জমি তথা মূল্যবান সম্পদ রক্ষার জন্য দীর্ঘদিন পূর্বে খাদ্য অধিদপ্তরের আইন ও মামলা এবং এষ্টেট অধিশাখা সৃজনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়। দীর্ঘদিন পূর্বে প্রেরিত আইন ও মামলা এবং এষ্টেট অধিশাখা সৃজনের বিষয় নতুন করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১. সিলেটের সরকারি জমি এবং বরিশাল শহরের আলেকান্দা মৌজার জমির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। ২. খাদ্য অধিদপ্তরের আইন ও মামলা এবং এষ্টেট অধিশাখা সৃজনের বিষয় নতুন করে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১. আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর ২. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহ	**বোরো ধান মিলিং-২০১৬** সভায় অবহিত করা হয় যে, বোরো-২০১৬ মৌসুমে সংগৃহীত ধানের মধ্যে মাত্র ৫৭ মেট্রিক টন ধান মিলিং করা হয়নি। মাদারীপুর জেলায় সংগৃহীত এ অবশিষ্ট পরিমাণ ধান সহসা মিলিং করা সম্পন্ন হবে।	অবশিষ্ট ৫৭ মেট্রিক টন ধান দ্রুত মিলিং সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	আমন চাল সংগ্রহ ২০১৬-২০১৭ চলমান আমন সংগ্রহ মৌসুমে সিদ্ধ ও আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৪.৫০ লাখ মেট্রিক টনও ০.৫০ লাখ মেট্রিক টন। সভায় জানানো হয় যে, এ যাবত ৩ লাখ ৮২ হাজার ২০৭ মেট্রিক টন সিদ্ধ এবং ৩২ হাজার ৬১৮ মেট্রিক টন আতপ অর্থাৎ মোট ৪ লাখ ১৬ হাজার ৮২৫ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে। অবশিষ্ট পরিমাণ চাল সংগ্রহের জন্য সংগ্রহের মেয়াদ আগামী ৩০.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। বিদ্যমান বাজার ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আমন চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে সভায় আশা প্রকাশ করা হয়।	আমন সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
৫. খাদ্যশস্য বিতরণ	**খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি** সভায় আলোচনা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং কর্মসূচি হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' ২য় পর্যায়ে (মার্চ-এপ্রিল) ২ (দুই) মাসের জন্য পূনরায় চালু করা হয়েছে। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে ২৫.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তা তালিকা খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলাড করা হয়েছে। এছাড়া, ভোক্তা তালিকা, ডিলারের দোকান, ইউপি অফিসে সংরক্ষণ করা হবে। লিফলেট বিতরণ/ মাইকিং/ টিভি নেটওর্য়াকের মাধ্যমে প্রচারপূর্বক ভোক্তা তালিকায় স্বচ্ছল ব্যক্তি/ পরিবারের নাম থাকলে তা জানানোর জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ জানানো অব্যাহত রয়েছে।	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তা তালিকা হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি মনিটরিং সভায় আলোচনা হয় যে, মার্চ-২০১৭ মাসে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পূনরায় শুরু হয়েছে। এ যাবত প্রায় ৫২ হাজার মেট্রিক টন চাল খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি খাতে বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট ৮টি টীম গঠন করা আছে। ০৭ (সাত) জন পরিচালককেও তদারকির দায়িত্বও দেয়া আছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণও নিয়মিত তদারকি এবং অভিযোগ পাওয়া মাত্র তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। যথাযথ মনিটরিংপূর্বক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল ভোক্তাগণের নিকট সুষ্ঠভাবে বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি মনিটরিংসহ ভোক্তাগণের নিকট সুষ্ঠভাবে চাল বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

	ওএমএস খাতে চাল ওআটা বিক্রয় সভায় জানানো হয় যে,গত ০৮.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগর এবং তেজগাঁও সার্কেল, কেরানিগঞ্জ উপজেলায় ওএমএস খাতে পূনরায় চাল বিক্রয় শুরু হয়েছে। ২৮.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩৪ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন চাল বিক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়ের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেটে গমের বরাদ্দকৃত ৩.০০ লাখ মেট্রিক টনের বিপরীতে এ যাবত ময়দাকলে ২ লাখ ১ হাজার মেট্রিক টন গমের আনুপাতিক পরিমাণ ১ লাখ ৫৫ হাজার মেট্রিক টন আটা বিক্রয় করা হয়েছে।	যথাযথ নজরদারি রেখে ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং সভাকে অবহিত করা হয় যে, খাদ্য পরিকল্পণা ও পরিধারণ ইউনিটের মাধ্যমে সারাদেশের চাল ও আটার বাজার দর মনিটরিং অব্যাহত আছে। প্রাপ্ত বাজার দর প্রতিকেজি চাল ৩৬-৩৮ টাকা। খোলা আটা প্রতিকেজি ২২-২৫ টাকা।	বাজারদর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৬.রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংস্কার/ মেরামত, ওঅন্যান্য নির্মাণ	**গুদাম মেরামত** ফেব্রুয়ারি-২০১৭ খ্রিঃ মাসে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ-বছর ভিত্তিক খাদ্য গুদাম মেরামত ও সংস্কার এবং অফিস ভবনসহ নতুন নির্মাণ কাজের বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর বিভিন্ন অর্থ-বছরে গৃহীত মেরামত ও সংস্কার এবং নতুন নির্মাণ কাজসমূহ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	বিভিন্ন অর্থ-বছরে গৃহীত মেরামত ও সংস্কার এবং নতুন নির্মাণ কাজসমূহ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	চলমান মেরামত ও নতুন নির্মাণ কাজসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা/ টীমের সদস্যগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা/ টীমের সদস্যগণ খাদ্য অধিদপ্তরের মেরামত ও নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করবেন	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিদর্শন টীমের সকল সদস্য
	অর্থ-বছর অনেক পূর্বে শেষ হওয়া সত্ত্বেও ২০১৪-২০১৫, ২০১৯-২০১৬ অর্থ-বছরের কাজ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কিভাবে অর্থ ছাড় করে কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সে বিষয়ে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হবে কিনা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রতিবেদন আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে দেয়ার জন্য সিএও খাদ্যকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের কাজের মূল্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে পরিশোধ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রতিবেদন আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

<table>
<tr>
<td>৭. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (অডিট) সভায় জানান যে, ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসে অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত অনুচ্ছেদ-৩০ এবং নিষ্পত্তির সুপারিশ-২৬টি। এ সময়ে ১৪টি অনুচ্ছেদের ব্রডসিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অধিশাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভূক্ত অডিটের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ
(ক) অগ্রিম
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>জানুয়ারি- ২০১৭</th><th>ফেব্রুয়ারি- ২০</th></tr>
<tr><td>প্রারম্ভিক আপত্তি -----</td><td>২৮১৫</td><td>২৮০৯</td></tr>
<tr><td>সংযোজিত আপত্তি ---</td><td>০৮</td><td>১৬</td></tr>
<tr><td>মোট আপত্তি ---</td><td>২৮২৩</td><td>২৮২৫</td></tr>
<tr><td>নিস্পত্তিকৃত (জারিপত্র)</td><td>১৪</td><td>১৮</td></tr>
<tr><td>অবশিষ্ট আপত্তি -----</td><td>২৮০৯</td><td>২৮০৭</td></tr>
<tr><td>ব্রডশিট জবাব -----</td><td>১৪</td><td>১৪</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা -----</td><td>০১</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>আলোচিত আপত্তি ---</td><td>২৩</td><td>৩০</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ ---</td><td>২১</td><td>২৬</td></tr>
</table>
(খ) খসড়া
প্রারম্ভিক আপত্তি ....৭৬৩টি
সংযোজিত আপত্তি................. ০০টি
মোট আপত্তি..........................৭৬৩টি
নিস্পত্তিকৃত আপত্তি................. ০০টি
অবশিষ্ট আপত্তি.......................৭৬৩টি
(গ) সংকলন
সংকলনভুক্ত আপত্তি....................................... ৫৯৩টি
সর্বশেষ পিএ কমিটির সুপরিশমত নিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা .... ১২টি
অবশিষ্ট আপত্তির সংখ্যা................................. ৫৮১টি
ব্রডশিট জবাব.. ০০টি
বিস্তারিত আলোচনা শেষে অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিমাসে কমপক্ষে ১টি সভা অনুষ্ঠানের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td>
<td>অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিমাসে কমপক্ষে ১টি ত্রিপক্ষীয় সভা করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর যুগ্ম-সচিব (বাজেটও অডিট) এবং যুগ্মসচিব (অডিট), খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>৮. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা</td>
<td>
<table>
<tr><th>জের</th><th>বর্তমান মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট অভিযোগ</th><th>নিষ্পত্তির সংখ্যা</th><th>অনিষ্পন্ন সংখ্যা</th><th>তিন মাসের উপরে</th><th>ছয় মাসের উপরে</th><th>তিন মাসের কম সময়ে অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>৬২</td><td>০২</td><td>৬৪</td><td>০৯</td><td>৫৪</td><td>০৪</td><td>৩৪</td><td>১৬</td></tr>
</table>
সভায় জানানো হয় যে, ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগ ও নিষ্পত্তির তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে আগামী সভার পূর্বে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিস্তারিত তথ্য দাখিল করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।
দীর্ঘদিন যে সমস্ত অভিযোগের প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে পেন্ডিং আছে তা সত্তর প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</td>
<td>অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
</table>

৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ৩য় কোয়ার্টার মনিটরিং সভায় ২০১৬-২০১৭ সালের কর্ম-পরিকল্পনা সংশোধনীসহ অবাস্তবায়িত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সভায় আলোচনাকালে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জানান যে, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির অংশ গ্রহণে কয়েকটি স্টেক হোল্ডার মিটিং করা হয়েছে। এ সকল সভার তথ্য সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তবে, পরিকল্পনামত ভিডিও কনফারেন্স না হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের সমন্বিত সভায় ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে Connect করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১. স্টেক হোল্ডার মিটিং এর তথ্য প্রেরণ করতে হবে। ২. খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের সমন্বিত সভায় ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে Connect করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। ২. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।
১০. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম	কর্তৃপক্ষের প্রচার কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১০টি জনসচেতনতামূলক সভা করার লক্ষমাত্রা নির্ধারিত আছে, যার আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত জুলাই মাসে ঢাকা বিভাগে, অক্টোবর মাসে রাজমাহী বিভাগে, নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে এবং ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে খুলনা বিভাগের কর্মশালা যশোরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগগুলোতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় জানানো হয় যে, ১৫টি জেলায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আলোচনা ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক টিভি ফিলার/ছোট প্রামাণ্য চিত্র তৈরীর কাজ চলমান।	নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
	সরকারি ও বেসরকারি টিলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের জন্য কয়েকটি নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বার্তা ও শ্লোগান তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলে তথ্য মন্ত্রণায় ধেতে মরতারি ও কেমরতারি টেইলভিশন চ্যালেনগ্রলোতে সেগুলো প্রেরণপূর্বক টিভিস্ক্রলের মাধ্যমে প্রচারের অনুরোধ জানানো হয়েছে। তদুপরি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ থেকেও তথ্য মন্ত্রণালয়ের উক্ত অনুরোধ পত্রের সূত্রে গত ১২-০৩-২০১৭ তারিখে উক্ত চ্যানেলগুলোকে অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং তাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে BFSA'র সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব